RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ১৭, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৬ আগস্ট- ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 26, Issue: 16, Cooch Behar, Friday, 26 August - 8 September, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

নেপালের চায়ের বাড়বাড়ন্তে বিশ্ববাজারে দার্জিলিং চায়ে সিঁদুরে মেঘ

স্বাদে ও গন্ধে দার্জিলিং পাহাড়ের দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ির বিকল্প এই দুনিয়াতে মেলা ভার। কিন্তু পরিস্থিতি যে দিকে গড়াচ্ছে তাতে দার্জিলিং চা নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ দার্জিলিংএ বন্ধ হয়ে গিয়েছে একাধিক চা বাগান। এক ডজনেরও বেশি বাগান নানা কারণে ধুঁকছে। দশটি বাগানে নিয়মিত মিলছেনা মজুরি। দেখা দিয়েছে শ্রমিক সঙ্কট। মুনাফার লোভে চা উৎপাদনের বদলে বাগানের জমিতে পর্যটনের প্রসারেই বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন মালিকদের একাংশ। আর সব থেকে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে নেপালের চা।

দার্জিলিং চায়ের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে স্ট্যান্ডিং কমিটি। জুন মাসে পেশ করা কমিটির ১৭১তম রিপোর্টে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল দার্জিলিং চায়ের সংকট। নেপালের চা যে দার্জিলিং তথা ভারতের চা শিল্পকে বিপন্ন করে তুলেছে সে কথা লিখিত ভাবে রিপোর্টে নথিভুক্ত করেছে কমিটি। নেপালের চা ভারতে ঢুকলে কোন শুল্ক দিতে হচ্ছেনা। অথচ ভারতীয় চা নেপালে ঢুকলে ৪০ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক নিচ্ছে নেপাল সরকার। তাই কেন্দ্রের কাছে ইন্দো-নেপাল ব্যবসায়িক চুক্তি পুর্নবিবেচনা করার সুপারিশ করেছে কমিটি। উল্লেখ্য, ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্স অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এবং খাদ্যের গুণগত মান যাচাইকারী জাতীয় স্তরের সংস্থাগুলির অনুমোদন ও শংসাপত্র ছাড়া যাতে কোনভাবেই নেপাল থেকে চা ভারতে ঢুকতে না পারে তা সুনিশ্চিত করতে ডিরেক্টর জেনারেল অফ ট্রেড রিমেডিস (ডিজিটআর)এর তদন্তের সুপারিশ করেছে কমিটি। স্ট্যানডিং কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ২০২০—২১ অর্থবর্ষে ভারত মোট ২৭.২৫ মিলিয়ন কেজি চা আমদানি করেছে। এর মধ্যে একমাত্র নেপাল থেকে আমদানি করা হয়েছে ১০.৭৪ মিলিয়ন কেজি চা।বৈধ পথে আসা বিপুল পরিমাণ চা ছাড়াও অবৈধ ভাবেও নেপাল থেকে প্রচুর পরিমাণ চা ঢুকছে ভারতে। বলাবাহুল্য, নেপাল থেকে চোরাপথে আগেও চা ঢুকত ভারতে। কিন্তু ২০১৭ সালে পাহাড়ে টানা ১০৪ দিনের সময় থেকেই শুরু হয় দার্জিলিং চায়ের সর্বনাশ। জার্মানি সহ ইউরোপের যে সব দেশে দার্জিলিং চায়ের একচেটিয়া বাজার ছিল সেখানে চাহিদা মেটাতে নেপালের চা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সেই থেকে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী বেশি মুনাফা লাভের জন্য নেপাল থেকে কম দামে নিম্ন মানের চা কিনে তা বিনা শুল্কে ভারতে এনে দার্জিলিং চা হিসেবে প্যাকেটজাত করে বিদেশের বাজারে রপ্তানি করছে এবং দেশের বাজারে ছড়িয়ে দিচ্ছে। যা বিশ্ব বাজারে দার্জিলিং চায়ের ব্রান্ড ভ্যালু নষ্ট করে দিচ্ছে।

সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য তথা দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলেন, বিশ্ব বাজারে যাতে দার্জিলিংয়ের চায়ের যাতে সুনাম ও ব্রান্ড ভ্যালু নষ্ট না হয় তার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

ছত্রাকের বাড়বাড়ন্তে দিশেহারা উত্তরের কমলা চাষীরা

নাগরাকাটাঃ কোথাও ফল এলেও তা গুটি আকারে। কিছুতেই বাড়ছেনা। কোথাও আবার গোটা গাছটাই শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। পাহাড় থেকে ডুয়ার্স সর্বত্রই একই ছবি চোখে পড়ে। সাইট্রাস ড্রাইব্যাক নামে মারণ রোগে এখন সঙ্গিন অবস্থা উত্তরের কমলা চাষের। ফলন আদৌ মিলবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছেন কয়েক হাজার কমলাচাষি। বিশেষজ্ঞদের মতে এটি একপ্রকার ছত্রাক ঘটিত রোগ। যা মাটি থেকে ছড়ায় এবং গাছের ওপরের অংশ প্রথমে শুকোতে শুরু করে। পরে ধীরে ধীরে গোটা গাছটি শুকিয়ে মরে যায়। যেহেতু মাটি বাহিত রোগ সেহেতু কমলা বাগানের এক গাছ থেকে আরেক গাছে সংক্রমণ ছড়াতে খুব বেশি সময় লাগে না। ডুয়ার্স লাগোয়া গরুবাথান সহ কালিম্পং জেলার বহু স্থান সুস্বাদু কমলার জন্য বিখ্যাত। কমলালেবুর এই মারণ ব্যাধিটি নতুন কিছু নয়। তবে বর্তমানে দিনকে দিন তা বাড়ছে। এবছরের পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্গিন। গাছ শুকিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি যেগুলি এখনও সজীব রয়েছে সেগুলিতে যে লেবু ধরেছিল তার আকার এখনও মার্বেলের মতন। কিছুতেই বড় হচ্ছেনা। কালিম্পংয়ের জেলা হর্টিকালচার আধিকারিক সঞ্জয় দত্ত বলেন, এই মারণব্যাধি মোকাবিলায় বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যে গাছে ঐ জীবাণু আক্রমণ করেনি সেগুলি থেকে কলম করে নতুন গাছ তৈরির প্রচেষ্টা চলছে। এর পাশাপাশি চাষিদের মাটি শোধনের উপায়ও জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, এই সাইট্রাস ড্রাইব্যাকের আলাদা করে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। তবে ইতিমধ্যে সমস্যা মোকাবিলায় কোমর বেঁধেছে কালিম্পংয়ের হর্টিকালচার দপ্তর। ফলনের নিজস্ব বৈচিত্র রক্ষায় ও সাইট্রাস ড্রাইব্যাকের মোকাবিলায় চাষিদের মধ্যে দার্জিলিং প্রজাতির ম্যান্ডারিন কমলা গাছের চারা বিতরণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে গরুবাথানের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় সাড়ে নয় হাজার এই গাছের চারা বিলি করা হয়েছে। কালিম্পং ১ ব্লকে ৬০০ গাছের চারা বিলি করা হয়েছে।

২ নং পাতায়

হাতির সুরক্ষায় করিডরের এলাকা বাড়াতে জমি অধিগ্রহণের ভাবনা

জলপাইগুড়িঃ পাহাড় থেকে তরাই হয়ে ডুয়ার্স এলাকায় প্রাথমিক ভাবে হাতি চলাচলের ১৬টি করিডরকে চিহ্নিত করেছে বন্যপ্রাণ বিভাগ। মহানন্দা অভায়রণ্য থেকে চাপড়ামারি, বৈকুণ্ঠপুর, গরুমারা, জলদাপাড়া ও ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প সহ পাহাড়ের সিঞ্চল ও সিঙ্গালীলা জাতীয় উদ্যানের এই করিডর গুলি যুক্ত। তাই উত্তরবঙ্গে হাতি চলাচলের করিডরগুলিকে সেফ রাখতে বন দপ্তর দ্রুত চা বাগান মালিক সংগঠনগুলির সঙ্গে ৬ সেপ্টেম্বর মাদারিহাটের জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের সহকারী ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেনের অফিসে বনদপ্তরের প্রধান মুখ্য বনপাল দেবল রায়ের উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক, বনাধিকারিক এবং ইকো সেনসেটিভ জোন মনিটরিং কমিটির সদস্য ও এসডিজেএ-র চেয়ারম্যান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

হাতির করিডর কতটা চওড়া হবে, কতখানি বাড়তি জমি লাগবে সেই ব্যাপারে এই দিনের বৈঠকে আলোচনা হয়। এসডিজেএ-র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী জানান, চা বাগানের স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে কুইক রেসপন্স টিম এবং সংলগ্ন স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে ইকো ক্লাব গঠন করা হবে। জঙ্গলে কাঠ পাচার, বেআইনি গাছ কাটার খবর তারাই বন দপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনকে জানাবে। প্রয়োজনে চা বাগানে হাতির পাল করিডর ধরে চলাচলের সময় নজরদারির জন্য ড্রোণ ব্যবহার করা যায় কিনা সে ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

বন্যপ্রাণ বিভাগের উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল রাজেন্দ্র জাখর জানান, পাহাড় থেকে তরাই হয়ে ডুয়ার্স পর্যন্ত হাতির পুরানো ১৬টি করিডর রয়েছে। এখন হাতির পাল সেই করিডরের বাইরে অনেক জায়গায় নতুন রুট নিয়েছে। হাতির সেই রুটগুলি চিহ্নিত করে তা সেফ করিডর করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। মুখ্য বনপাল জানান, হাতির করিডর সেফ রাখতে জমির প্রয়োজন হলে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেই জমি চা বাগান থেকে নেওয়া হবে।

উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলে হাতির যাতায়াত বেড়েছে। হাতি-মানুষের সংঘাত নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার এক বিশাল এলাকা জুড়ে লাগাতার হাতির হানার ঘটনা সামনে আসছে। এমনকি হাতির হানায় প্রাণ হানির ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। বিশেষ করে বনবাস্তিবাসীরা এনিয়ে প্রতিনিয়ত ঝামেলা পোহাচ্ছেন। সম্প্রতি ধূপগুড়ির সভা থেকে অভিষেক বন্দপাধ্যায় বনমন্ত্রীকে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সেইমত বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় এসে ৬ সেপ্টেম্বর বৈঠক করেন।

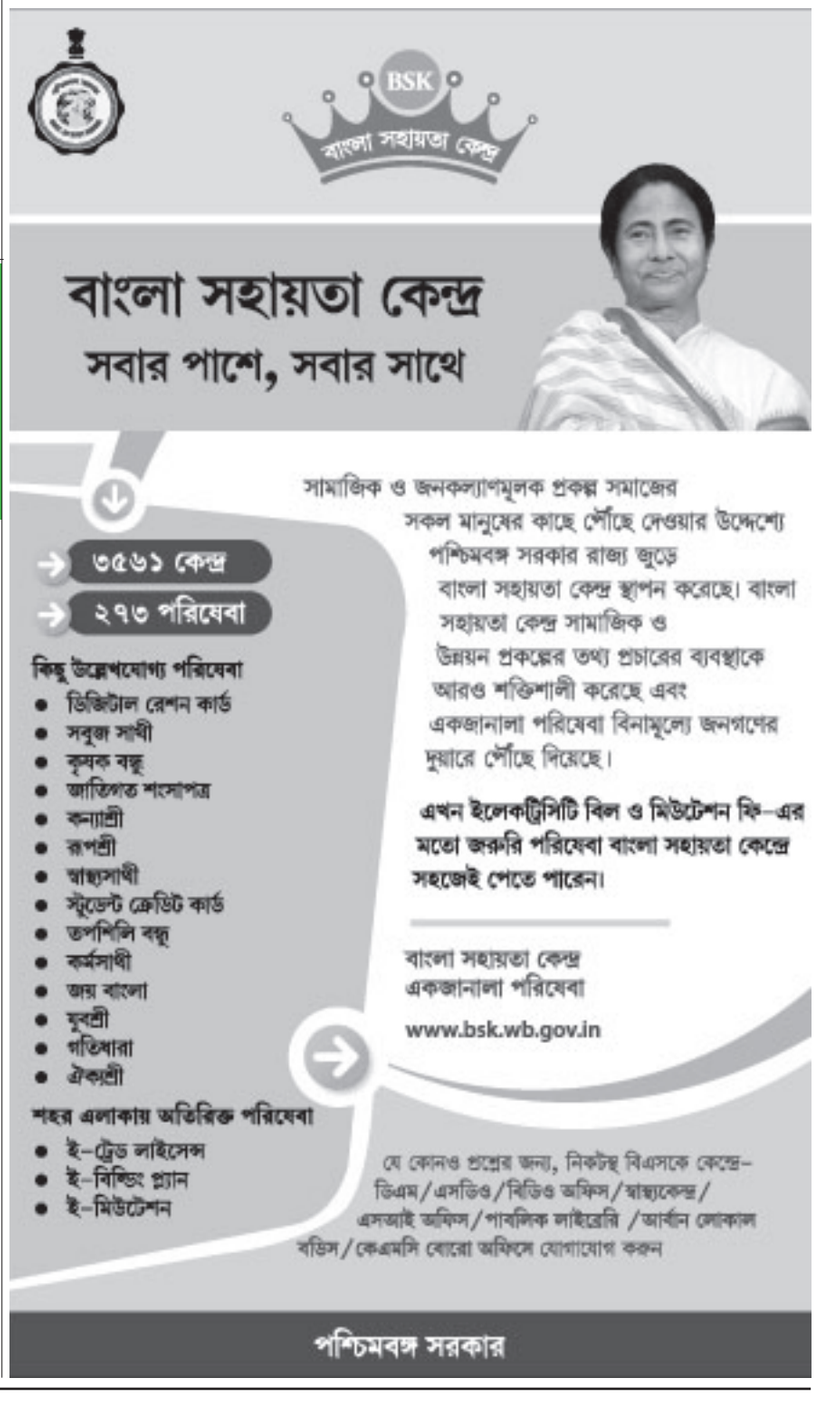

একগুচ্ছ বার্তা নতুন রাষ্ট্রপতির তরফে

বিশেষ সংবাদদাতা: সদ্য মাত্রই দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়ে ওই পদে বসেছেন দ্রৌপদী মুর্মু। এর পরেই ৭৬তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন দেশের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

এদিন রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে দেশ তথা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রপতি। এদিন বক্তব্যের শুরুতেই দেশ তথা দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে মুর্মু বলেন, 'এই স্মরণীয় মুহূর্তে আপনাদের কাছে বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে ভারত ৭৫তম বর্ষ অতিক্রম করছে। তিনি আরো বলেন, ১৪ আগস্ট দিনটি, দেশভাগের ভয়ঙ্কর স্মৃতিচারণা'র দিন হিসেবে পালন করা হয় জনগণের মধ্যে সামাজিক ঐক্য, সম্প্রীতি ও ক্ষমতায়ন প্রসারের লক্ষ্যে। আগামীকাল হল এমন একটি দিন যখন ঔপনিবেশিক শাসন-শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করে নতুনভাবে নিজেদের ভাগ্যকে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছিলাম। বছরের এই দিনটি উদযাপনের মুহূর্তে আমরা প্রণতি জানাই সেই সমস্ত নারী-পুরুষদের যাঁদের বিরাট আত্মোৎসর্গ আমাদের স্বাধীন ভারতে বেঁচে থাকাকে সম্ভব করে তুলেছিল।'

এদিন তিনি আরও বলেন, 'শুধুমাত্র আমাদের কাছেই নয়, বিশ্বের গণতন্ত্রকামী প্রত্যেকটি মানুষের কাছেই এটি হল উদযাপনের এক বিশেষ মুহূর্ত। দেশের স্বাধীনতাকালে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় এবং বিশেষজ্ঞদের অনেকের মনেই সন্দেহ দেখা দিয়েছিল ভারতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাফল্য সম্পর্কে। তাঁদের সন্দিগ্ধ হওয়ার কারণও ছিল অবশ্য। সেই সময় অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসরতা সীমাবদ্ধ ছিল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার আওতায় থাকা গুটিকয়েক দেশেই। বহু বছর ধরে বিদেশি শাসন কবলিত ভারতে তখন ছিল দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা। কিন্তু তাঁদের সন্দেহ যে ভুল ছিল তা প্রমাণ করে দিয়েছিলাম আমরা, অর্থাৎ ভারতবাসীরাই। এ দেশের মাটিতে গণতন্ত্র শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিতই হয়নি, তা সমৃদ্ধও হয়েছে।' রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, 'প্রিয় নাগরিকবৃন্দ,যে কোনো জাতির পক্ষেই, বিশেষত ভারতের মতো প্রাচীন দেশে ৭৫ বছর অতিক্রম করা চোখের পলক পড়ার মতো ঘটনামাত্র ছিল না। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আমাদের সকলের কাছেই তা এক আজীবনের ঘটনা রূপেই চিহ্নিত। আমাদের মধ্যে যাঁরা প্রবীণ নাগরিক তাঁরা তাঁদের জীবনকালেই সাক্ষী রয়েছেন নাটকীয় পট পরিবর্তনের। তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন স্বাধীনতা উত্তরকালে সকল প্রজন্মেরই কঠিন পরিশ্রমের ঘটনাবলী এবং কিভাবে বড় বড় চ্যালেঞ্জ জয় করে আমরা নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে উঠেছি।

আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্নকে আমরা পুরোপুরি বাস্তবায়িত করে তুলব। আমরা স্মরণ করব বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের নেতৃত্বে যাঁরা দেশের সংবিধান রচনা করেছিলেন তাঁদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে। এক আত্মনির্ভর ভারত গঠনের কাজেই আমরা এখন নিয়োজিত রয়েছি। এক পূর্ণ সম্ভাবনাময় ভারত আমরা গড়ে তুলব।'সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদানও এদিন সকলের সামনে তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি। তাঁর কথায়, 'কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে, এক নতুন ভারতের যে অভ্যুদয় ঘটছে তা প্রত্যক্ষ করেছে সমগ্র বিশ্বই। অতিমারীর মোকাবিলায় আমাদের ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে সর্বত্র। মানব ইতিহাসে দেশে উৎপাদিত ভ্যাক্সিনের সাহায্যে বৃহত্তম টিকাকরণ অভিযানের সূচনা করেছি আমরা। সার্বিক টিকাকরণের ক্ষেত্রে ২০০ কোটির মাত্রা আমরা অতিক্রম করেছি গত মাসেই। অতিমারীর মোকাবিলায় উন্নত বহু দেশের তুলনায় আমরা সাফল্য অর্জন করেছি অনেক বেশি মাত্রায়। এই সাফল্যের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ দেশের বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মী, সহায়ক চিকিৎসাকর্মী এবং টিকাকরণের সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মীর কাছে।' তিনি আরও বলেন, 'অতিমারীর দাপটে সারা বিশ্বেই অর্থনীতি ও জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই মহাসঙ্কটকালের অর্থনৈতিক পরিণতির মোকাবিলায় বিশ্ব যখন ব্যস্ত, তখন ভারত তার সমস্ত কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে চলেছে অগ্রগতির পথে। বিশ্বের দ্রুত বিকাশশীল প্রধান প্রধান অর্থনীতির অন্যতম হল ভারত।' এদিন দেশের মহিলাদের প্রগতি এবং অগ্রগতি প্রসঙ্গেও বক্তব্য রাখতে দেখা যায় রাষ্ট্রপতিকে। তিনি বলেন, 'জাতির সবথেকে বড় আশা হল আমাদের কন্যাসন্তানরা। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমস-এ তাঁরা দেশকে বিজয়মাল্য এনে দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে সাফল্যের মধ্য দিয়ে ভারতের ক্রীড়াবিদরা দেশকে গর্বিত করে তুলেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই উঠে এসেছেন অপেক্ষাকৃত কম সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ক্ষেত্রগুলি থেকে। যুদ্ধবিমানের পাইলট থেকে মহাকাশ বিজ্ঞানীর ভূমিকা পালন করে আমাদের কন্যাসন্তানরা এখন নিজেদের উন্নীত করেছেন এক বিশেষ উচ্চতায়।'

দেশের নতুন উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নিলেন ধনকড়

বিশেষ সংবাদদাতা: সম্প্রতি দেশের রাষ্ট্রপতি পদে বসেছেন, নতুন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এরপরেই দেশে ১৪তম উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নিলেন বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। ধনকড় বিরোধীদের উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী মার্গারেট আলভাকে বিপুল ভোটে হারিয়ে প্রত্যাশিতভাবেই দেশের ১৪তম উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করালেন দেশের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এদিনের এই উপরাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিসহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য।

এছাড়াও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুও এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলে খবর। তাঁদের সকলকে সাক্ষী রেখেই এদিন শপথ বাক্য পাঠ করলেন বাংলার অন্যতম বিতর্কিত প্রাক্তন রাজ্যপাল উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ পদপ্রার্থী হিসেবে অপ্রত্যাশিতভাবেই সামনে এসেছিল জগদীপ ধনকড়ের নাম। যদিও বিজেপির একজন বিশ্বস্ত সৈনিক হিসেবে ধনকড় কয়েক যুগ ধরে কাজ করে আসছেন। কিন্তু তারপরেও পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে একাধিক রাজনীতিবিদের নাম সামনে এলেও ধনকড়ের নাম ঘোষণা করে রীতিমতো বড়সড় চমক দিয়েছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।

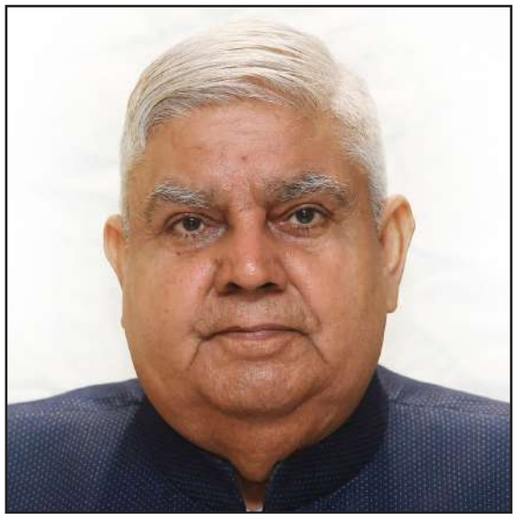

অন্যদিকে ধনকড়ের বিপক্ষ হিসেবে বিরোধীদের তরফ থেকে উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে মার্গারেট আলভার নাম ঘোষণা করা হয়। সেই আলভাকেই হারিয়ে ৭৩ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন ধনকড়।

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বৈধ বোধ করেছিল ৭২৫টি। যার মধ্যে ধনকড় পেয়েছিলেন ৫২৮টি ভোট। অন্যদিকে বিরোধীদলের মনোনীত প্রার্থী মার্গারেট আলভার প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৮২, যা ১৯৯৭ সালের পর একটি রেকর্ড।

জানা যাচ্ছে এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ নিজ বাসভবন থেকে রওনা দেন ধনকড়। রাষ্ট্রপতি ভবনে ছিল তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। কিন্তু তার আগে রাজঘাটে যান তিনি। সেখানে মহাত্মা গান্ধীর বেদিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে রাষ্ট্রপতি ভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি।

খেলা হবে দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী!

বিশেষ সংবাদদাতা: খেলা হবে দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন ফেসবুক এবং ট্যুইটারে খেলা হবে দিবসের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি যুব সমাজের কাছে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ট্যুইটারে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, খেলা হবে দিবসে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। গত বছর বেনজির সাফল্যের পর এ বছর যুব সমাজের আরও বেশি করে অংশগ্রহণ কামনা করি আমরা। এই দিনটিতে তরুণ প্রজন্ম নিজেদের উদ্যমকে তুলে ধরুক। যাঁরা উন্নতির সবথেকে বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক।'

প্রসঙ্গত, গত রবিবারই মুখ্যমন্ত্রী বেহালার সভা থেকে আজকের খেলা হবে দিবস থেকেই কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে পাল্টা বিক্ষোভ, কর্মসূচিতে সামিল হওয়ার জন্য দলীয় নেতা, কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। নতুন রাজনৈতিক যুদ্ধ শুরুর ডাক দেন তিনি।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫ বৎসর উদযাপন উপলক্ষে ৩ আগস্ট ২০২২ ভারতীয় রেল এর পক্ষ থেকে সারা দেশে আজাদী কা অমৃত মহোৎসব পালিত হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার বিভাগীয় দপ্তর আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে বিদ্যালয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাক্তন আন্দামান সেলুলার জেলবন্দী প্রয়াত পূর্ণেন্দু শেখর গুহ কে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে সম্মাননা প্রদান করা হয়... পরিবারের পক্ষে এই সম্মাননা গ্রহণ করেন কন্যা শ্রীমতি স্বপ্না গুহ....সম্মাননা প্রদান করেন আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম মহাশয়।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে কোচবিহার রাজপ্রাসাদ

স্বাধীনতার ৭৫ বছরে সংস্কারের পর নতুন সাজে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন

প্রথম পাতার পর

ছত্রাকের বাড়বাড়ন্তে দিশেহারা উত্তরের কমলা চাষীরা

প্রায় ২৫০০ চারা বিতরণের লক্ষ্য রয়েছে।

বলাবাহুল্য, পাহাড়ের বাসিন্দাদের কাছে কমলা চাষ শুধু বাবসায়িক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আবেগও। সাইট্রাস ড্রাইব্যাকের ক্রমশ বাড়বাড়ন্তের পাশাপাশি ফ্রুটফ্লাই নামে এক ধরনের পতঙ্গের আক্রমণও কয়েক বছর ধরে কমলা চাষিদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ফল বড় হওয়ার সময় অকালেই ওই ফ্লাইয়ের কারণে অকালেই ঝড়ে পড়ে লেবু।

বড় ঘোষণা, ক্যানসারের মতো দুরারোগ্য চিকিৎসাও হবে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে

বিশেষ সংবাদদাতা: এই মুহূর্তে রাজ্য জুড়ে চলতে থাকা একাধিক প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম হলো স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প। এবার এই প্রকল্প নিয়ে বড় ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। এবার থেকে নিখরচায় আরও ৭০ ধরনের চিকিৎসার সুযোগ পাবেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ। এর মধ্যে থাকছে ক্যানসারের চিকিৎসাও। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতেই রাজ্যবাসীর জন্য এই ঘোষণা করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। অনেকের মতে, এই উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবাসীকে বড় 'উপহার' দিলেন।

জানান হয়েছে, এবার থেকে ক্যানসারের জন্য তীব্র ব্যথার উপশমের চিকিৎসা-সহ আরও অনেক রোগের চিকিৎসার সুযোগ মিলবে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প থেকে। অন্তত ৭০ ধরনের চিকিৎসার সুযোগ পাবেন রাজ্যের মানুষ।

আরও জানা গিয়েছে, ব্যথার বিভিন্ন চিকিৎসার ক্ষেত্রে ৮ থেকে ৬৫ হাজার টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ বহনের সুবিধা দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে। ক্যানসারের ব্যথা নিরাময়কেও এই প্রকল্পের মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে।

ক্যানসার রোগ যেমন যন্ত্রণাদায়ক, তেমনই ব্যয়বহুল। তাই রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে যে বহু ক্যানসার রোগী উপকৃত হবে তা বলাই যায়। আবার এমন রোগী যারা ব্যথার চিকিৎসা করাতে এসে জানতে পারল যে সে ক্যানসারে আক্রান্ত, তারাও এর সুবিধা পাবে।

এছাড়াও রেডিওফ্রিকোয়েন্সি, রেডিওফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবোলেশন, ইউএসজি গাইডেড পেরিফেরাল নার্ভ ব্লক-সহ একাধিক রোগের চিকিৎসা পাওয়া যাবে। যদিও স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে বিতর্ক এখনও বহাল আছে। একাধিক নার্সিংহোম এবং হাসপাতাল এই কার্ড ফিরিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ। তবে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। তাঁর মন্তব্য ছিল, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ফেরালে 'রাফ অ্যান্ড টাফ' ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যে সমস্ত নার্সিংহোম স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ফিরিয়ে দিচ্ছে, এ বার তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে রাজ্যে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ মানুষ।

ভ্রূণ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে উলুবেড়িয়াতে

বিশেষ সংবাদদাতা: বড় চাঞ্চল্যকর ঘটনা উলুবেড়িয়াতে। ১৮ থেকে ২০ টি সদ্যজাত শিশুর দেহ ও ভ্রূণ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বিরাটভাবে। উলুবেড়িয়া পুরসভার ৩১ নং ওয়ার্ডের বানিতবলা ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে উদ্ধার হয়েছে শিশুর দেহ এবং ভ্রূণ।

উলুবেড়িয়া পুরসভা ও উলুবেড়িয়া থানার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসে সেগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কোথা থেকে এল এতগুলি দেহ এবং ভ্রূণ তা আন্দাজ করা যাচ্ছে না। তবে উলুবেড়িয়া শহর জুড়ে তৈরি হওয়া একাধিক বেসরকারি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে গর্ভপাতের অভিযোগ সামনে আসছিল। অভিযোগ সেই সব জায়গা থেকেই এগুলি এসেছে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এলাকার মানুষের দাবি, মঙ্গলবার এলাকার কিছু বাচ্চারা ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে বোতল কোড়াচ্ছিলো। তখনই প্লাষ্টিকের ভিতর মোড়া অবস্থায় এই সদ্যজাত শিশুদেহ ও ভ্রূণ দেখতে পায়। তারপরেই খবর দেওয়া হয় উলুবেড়িয়া পুরসভা ও উলুবেড়িয়া থানায়। তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকার লোকজন। এলাকার মানুষের অভিযোগ পুরসভার ময়লা ফেলার গাড়ি করে এই সমস্ত সদ্যজাত শিশুর দেহ ও ভ্রুন ফেলে যাওয়া হয়েছে। দুর্গন্ধে তারা এলাকায় টিকতে পারছে না।

অবিলম্বে এগুলো বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে এলাকার লোকজন। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা উলুবেড়িয়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ইমানুর রহমান বলেন, একাধিক নার্সিংহোম থেকে বর্জ্য পদার্থ ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হয়। কোন নার্সিংহোম বা স্টাফ এই কান্ড করেছে তা এই মুহূর্তে জানা যায়নি তবে তাঁরা দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন।

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির মামলায় রিপোর্ট জমা দেওয়া হলো সিবিআইয়ের তরফে

বিশেষ সংবাদদাতা: শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির মামলায় জর্জরিত রাজ্যে। চলছে তদন্ত, প্রকাশ্য এসছে একের পর এক তথ্য। এই পরিস্থিতিতে এই দুর্নীতির মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই। ২৬১ জনের চাকরি বরখাস্ত মামলায় এই রিপোর্ট জমা দেওয়া হল। প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির নিরাপত্তা কর্মী যে ১০ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ এবং নদিয়া তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহার বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার যে অভিযোগ করা হয়েছিল, তার প্রেক্ষিতে হলফনামা জমা দেওয়া হল আদালতে।

নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ অজস্র। বিভিন্ন ক্ষেত্রেই রাজ্যের শাসক দল এবং প্রশাসনের একাধিক জনের নাম জড়িয়ে আছে। মঙ্গলবারই টেট পরীক্ষার ২০২০ সালের নিয়োগ মামলায় 'কাট অফ মার্কস' এবং সংরক্ষণ তালিকা চেয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এখনও পর্যন্ত এই ইস্যুতে একাধিক জন গ্রেফতারও হয়েছেন। এসএসসি'র প্রাক্তন আধিকারিক থেকে শুরু করে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত ইস্যুতে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও গ্রেফতার। রাজ্যের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগও ভুরিভুরি। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দেহরক্ষীর পরিবারের ১০ জন চাকরি পেয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

সেই প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট ওই ১০ চাকরি প্রাপককে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল আগেই। অভিযোগ, যে সময়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন সেই সময়ে তিনি তাঁর দেহরক্ষী থাকাকালীন নিজের স্ত্রী থেকে শুরু করে দুই ভাই, মাসতুতো ভাই, মাসতুতো বোন, শ্যালক, শ্যালিকা, প্রতিবেশী সকলকে চাকরি দিইয়েছিলেন মন্ত্রীর সাহায্যে। এদের সকলকে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশও আছে।

সাফাই কর্মীর ভূমিকায় তৃণমূল কাউন্সিলার

বিশেষ সংবাদদাতা: সাফাই কর্মীর ভূমিকায় তৃণমূল কাউন্সিলার।নিজের ওয়ার্ডের পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে পচনশীল-অপচনশীল আবর্জনা সংগ্রহ করে জঞ্জালের গাড়িতে ফেললেন পুরাতন মালদা পুরসভা তৃণমূল দলের কাউন্সিলর জান্নাতুন নেসা। সাধারণ মানুষ রাস্তায় যত্রতত্র আবর্জনা যাতে না ফেলে,সে ব্যাপারেও প্রচার চালালেন পুরাতন মালদা পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর জান্নাতুন নেসা।

পাশাপাশি পুরসভার কর্মীদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি আবর্জনা নিয়ে জঞ্জালের গাড়িতে ফেললেন তৃণমূল কাউন্সিলার। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের এমন উদ্যোগ দেখে হতবাক সাধারণ মানুষ। তৃণমূল কাউন্সিলার জান্নাতুন নেসার বক্তব্য, ডেঙ্গু সহ বিভিন্ন ধরনের মশাবাহিত রোগ নিধনের ক্ষেত্রেই জঞ্জাল সাফাই এবং এলাকা পরিছন্ন রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

তার জন্যই এদিন এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে পুরাতন মালদা পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলার জান্নাতুন নেসা পুরসভার সাফাই কর্মীদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি জঞ্জাল সংগ্রহে নেমে পড়েন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার অন্যান্য কর্মীরা। বেশ কিছু বাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহ করে পুরসভার গাড়িতে মজুত করতে দেখা গিয়েছে কাউন্সিলারকে। মানুষ যাতে পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকে, তার জন্য এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন কাউন্সিলার জান্নাতুন নেসা।

এবার রাজ্যের বিরোধী নেতাদের নামেও দায়ের হলো মামলা

বিশেষ সংবাদদাতা: রাজ্যে দুর্নীতি নিয়ে প্রকাশ্যে আসছে একের পর এক তথ্য। সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের ১৯ নেতার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের এবার বিরোধী ১৭ নেতার নামে মামলা হল। বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেসের ১৭ নেতার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে নাম আছে শুভেন্দু অধিকারী, শিশির অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, সৌমিত্র খাঁ, লকেট চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পল, শমীক ভট্টাচার্য, মহম্মদ সেলিম, আব্দুল মান্নানের। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টে আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে মামলা দায়ের।

অল্প সময়ে বিপুল সম্পত্তি কী ভাবে? এই প্রশ্ন তুলেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। উপরিউক্ত নেতাদের ছাড়াও এই তালিকায় আছেন শীলভদ্র দত্ত, তন্ময় ভট্টাচার্য, বিশ্বজিত সিনহা, অনুপম হাজরা, জিতেন্দ্র তেওয়ারি। মূল অভিযোগ, এই সব নেতাদের যে সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়েছে তার সঙ্গে তাঁদের আয়ের কোনও সংগতি নেই। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর পাঁচ বছরের মধ্যে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের সম্পত্তি ফেঁপেফুলে উঠেছে। কী ভাবে সম্পত্তির এই শ্রীবৃদ্ধি, তা খতিয়ে দেখুক এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট (ইডি)। সম্প্রতি হাইকোর্টে এমনই আর্জি জানানো হয়েছিল। তালিকায় নাম ছিল ১৯ জনের। আর এখন বিরোধীদের ১৭ জনের নাম এই মামলার সঙ্গে জড়াল। সব মিলিয়ে মামলা হল মোট ৩৬ জনের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই তৃণমূল নেতাদের সম্পত্তি বৃদ্ধি মামলায় ইডিকে যুক্ত করার নির্দেশ পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টে গিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায় এবং বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

পাশাপাশি এই মামলায় দ্রুত শুনানি চেয়ে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছেন তাঁদের আইনজীবী। এ প্রসঙ্গে লিখিত বিবৃতি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

সম্পাদকীয়

প্রকৃত শিক্ষায় আলোকিত হোক সমাজ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘ বিদ্যা সহজ, শিক্ষা কঠিন। বিদ্যা আবরণে আর শিক্ষা আচরণে’। আজ কবিগুরুর কথা আমাদের শিক্ষার প্রকৃত অর্থ বুঝতে সাহায্য করছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতির মামলার প্রেক্ষিতে কেবল এই কথাগুলি প্রাসঙ্গিক ভাবলে ভুল হবে। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষায় রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তারই সুযোগ নিয়েছে সুযোগ সন্ধানীরা। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলে সুযোগ সন্ধানীরা জার্সি বদলে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে পেরেছেন রাজনৈতিক দাদাদের দয়ায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী সহ বেশকিছু শিক্ষা আধিকারিক আজ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে জেলে। ভাবতে খারাপ লাগে এই বাংলাতেই একদিন হুমায়ুন কবীরের মত মানুষ শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। তবে দেশের বাকি অংশেও এই শিক্ষক নিয়োগের ছবিটাও কিন্তু স্বচ্ছ নয়। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশেও ভুয়ো নথি জমা দিয়ে কয়েক হাজার শিক্ষকের চাকরি পাবার ঘটনা সামনে এসেছে। মধ্যপ্রদেশের ব্যপন কেলেঙ্কারির ঘটনা সবার জানা। হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমপ্রকাশ চৌতালার দশ বছরের কারাদন্ড হয়েছিল অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগের জন্য। ইউপিএ আমলে সবার জন্য শিক্ষা সাংবিধানিকভাবে সুনিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার অধিকার আইন পাশ করা হয়েছিল। বাস্তবে তার সুফল কয়জন পেয়েছে তার হিসেব আছে কি? উল্টে এই আইনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষক হবার পরীক্ষায় বসতে হলে ডিএলএড, বিএড বাধ্যতামূলক করে এক শ্রেণীর শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে মুনাফা অর্জনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও তাই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আবার নতুন করে ভাবার সময় হয়েছে। যাতে শিক্ষা হয়ে উঠতে পারে মানুষের চেতনার দিশারী।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিকঃ বিমান সরকার

কবিতা

অন্ধকার

- খোকন বর্মন

সামনে ঘটে যাওয়া অন্যায়কে অনেকেই
হবারই ছিল বলে এড়িয়ে যায়
প্রিয় বান্ধবীর বিয়ের কথা শুনে অনেকে গোগো
পেপারে বিচ্ছেদ ভরে টানে।
নদীতীরে দাঁড়িয়ে একা একা
ভাইরাল করে নিজের সমস্ত গোপন।
প্রবল ঝড়ে কখনো কারেন্ট গেলে
ধুলো সরিয়ে তারা ইতিহাস বই বের করে
লুকিয়ে এবং সেটা খোলার আগে হয়তো
মনে পড়ে বান্ধবীর প্রিয় মুখ।

প্রবন্ধ

করোনার বাস্তবতা ও যুবসমাজ

ডাঃ অজয় মন্ডল

কোভিড ১৯ আসার পর থেকে আমরা এক অদৃশ্য শক্তির সাথে লড়াই করছি। জানি না কি তার প্রতিকার। যথাযথ ঔষধ ও তৈরী হয়নি। তাই যাতে আক্রান্ত না হতে হয় তাই ভাইরাসটির লক্ষণ ও প্রভাব অনুযায়ী মাস্ক পরছি, ৬ ফুটের দূরত্ব বজায় রাখছি সাথে কোনো কিছু স্পর্শ করলে স্যানিটাইজ করছি হাত বা শরীর। স্কুল, কলেজ, অফিস, কাছারি সব বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে সরকার। সব কিছু বন্ধ করলে তো হবে না। শিশুদের ভবিষ্যত, কলেজ পড়া যুবক, স্কুলে যাওয়া ছেলেদের শিক্ষার ভবিষ্যত যাতে নষ্ট না হয় শুরু হলো অনলাইন ক্লাস। এতে কি হলো যুবসমাজ তথা শিশুদের মোবাইলের প্রতি ঝোঁক বেড়ে গেলো। অনলাইন ক্লাস হয়ে যাওয়ার পর ও ঘন্টার পর ঘন্টা মোবাইলে সোসাল সাইটে চ্যাটিং সাথে বিভিন্ন জনপ্রিয় ভিডিও চ্যানেলের ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের ভিডিও দেখা তার সাথে ভিডিও গেমে আসক্তি বাড়তে থাকে। যুব সমাজের সময় কাটে মোবাইলে। ফলে যখন করোনা স্থিমিত হয়ে গেলো। তারপর ও মোবাইলে আসক্তি কিন্তু ছাড়তে পারলো না যুবসমাজ। অফলাইন ক্লাসে গিয়েও মোবাইলে সোসাল সাইটের ভিডিও দেখা, চ্যাট করা চলতেই থাকে। খেলার মাঠে খেলতে না গিয়ে মোবাইলে চলতে থাকে পাবজির মতো নেশাতুর গেম। ফলে শিশুদের শৈশব ও যুবসমাজের যৌবন আসক্ত হয়ে পড়ছে মোবাইলের কাছে। করোনা একদিন আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু এই যে যুবসমাজের মননের অবক্ষয় হলো তার সমাধান কি? এর উত্তর কিন্তু আমরা কেউ দিতে পারছি না। যার ফলে যুবসমাজ আজ আর সোশাল না হয়েও অনলাইন সোশাল সাইটে ঢুকে পড়ছে। যার ফলশ্রুতি যুবসমাজের পাশে তাদের প্রকৃত বন্ধু নেই। নেই প্রকৃত আড্ডা মারার জৌলুসতা। আছে শুধু সোশাল সাইটের পোস্টে কে কত বেশি লাইক আর কমেন্ট পাচ্ছে সেটা নিয়ে অসুস্থ প্রতিযোগিতা। একটু লাইক কমেন্ট পাওয়ার জন্য কিনা করছে। রেললাইনে রেলের সামনে ছবি তুলছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। বিষাক্ত সাপ কে বশ করার ছবি পোস্ট হচ্ছে লাইক বেশি পাওয়ার জন্য ফলে কি হচ্ছে একটু অসাবধান হলেই তাদের জীবনকাহিনী সমাপ্ত হচ্ছে। মোবাইলের দুনিয়াতে এতটাই আচ্ছন্ন আজকের যুবসমাজ যে খেলার মাঠে আর খেলা হয় না। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আজ বন্ধ। নাটক, গান আড্ডা সব বন্ধ। এভাবেই করোনার রুঢ় বাস্তবকে মান্যতা দিতে গিয়ে যুবসমাজ নিজেদের শৈশব, যৌবন কে বিক্রি করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত মোবাইলের কাছে। পরিশেষে বলি ভার্চুয়াল জগতে মজা বেশি কিন্তু বাস্তব সফলতা শুন্য। তাই ভার্চুয়াল জগত থেকে সকল যুবসমাজকে বাইরে বেরিয়ে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত হতে আহ্বান রইলো।

দূর্গাপুজোর আগেই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন তৃণমূল কংগ্রেসের

বিশেষ সংবাদদাতা: দূর্গাপুজোর আগেই সোমবার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন তৃণমূল কংগ্রেস এর। সোমবার শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে সাতটি গাড়িতে ট্যাবলো নিয়ে শোভাযাত্রা শহরের রাজপথ পরিক্রমা করে।

দূর্গাপুজোকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়ায় আবেগতাড়িত হয়ে এই শোভাযাত্রা করা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে। রবিবার শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্ক থেকে মিছিল টি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, তৃণমূলের জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ,আলোক চক্রবর্তী, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যান্যরা।

এনজিপি থেকে দার্জিলিং ভ্রমণ খরচ বৃদ্ধির আশঙ্কা

সংবাদডেস্ক: পুজো প্রায় দোরগোড়ায়। বাঙালীরা সারাবছর বাদে পুজোর সময়ে ভ্রমণের সুযোগ পায়। আর পাহাড় তাদের পছন্দের তালিকাতে সবার ওপরে থাকে। এর আগে দুই বছর করোনার কারণে পাহাড়ে সেভাবে পর্যটকদের ভিড় জমেনি। এবার পুজোর দেড়মাস আগে থেকে কার্যত বুকিং হাউসফুল। অধিকাংশ হোটেলেই অক্টোবর মাসের বুকিং হয়ে গিয়েছে। পাল্লা দিয়ে এবার পুজোয় গাড়িভাড়াও বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখন শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যেতে আনুমানিক গাড়ি ভাড়া ৩৫০০-৪০০০ টাকা। সেখানে অক্টোবর মাসে এই ভাড়া গুনতে হতে পারে ৫০০০-৬০০০ টাকা পর্যন্তও। গাড়ির মালিক ও চালকরা বলছেন অক্টোবর মাসের বুকিং প্রায় পূর্ণ। ফলে সেই সময় গাড়ির চাহিদা ব্যাপক থাকলেও চাইলেও গাড়ি ভাড়া পাওয়া মুশকিল। যেই কারণে পুজোর সময় গাড়ি ভাড়া অন্যান্য মাসের তুলনায় স্বভাবতই কিছুটা বেশি থাকে। পাশাপাশি গাড়ী চালকদের একাংশ বলছেন, গত কয়েকমাসে পেট্রল ও ডিজেলের ভাড়া বেড়ে যাওয়ার কারণে ভাড়াও বাধ্য হয়ে বাড়াতে হচ্ছে।তরাই চালক সংগঠনের সম্পাদক মেহবুব খান বলেন, “পুজোর বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন ট্যুর অপারেটররাও গাড়ির জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেছেন। গাড়ি কম থাকায় সে সময় কিছু চালক ভাড়া বেশি নিয়ে থাকে। তবে সকলকেই আমাদের তরফে বলা হয় নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া নেওয়া যাবে না।” তবে শুধু দার্জিলিং, কালিম্পং নয়। পুজোর সময় শিলিগুড়ি থেকে সিকিম এবং ভুটানের গাড়িভাড়াও অনেকটাই বেশি থাকবে। অন্যদিকে হিমালয়ান হসপিট্যালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, “এবার আশা করা হচ্ছে পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় ভালোই থাকবে। দার্জিলিঙে পুজোর সময় বুকিং হয়ে গিয়েছে। এনজেপি-দার্জিলিং টয় ট্রেনের বুকিং হয়ে গিয়েছে। অক্টোবরের প্রথম দিকে ওয়েটিং লিস্ট চলছে।”

গল্প

লেখনী

অদিতি মুখার্জি

বিয়ের দশ টা বছর পেরিয়ে যাওয়া পরও এ সংসারে ছোট্ট তৃতীয় মানুষটা দেখা মেলে নি। কত ডাক্তার বদ্যি। কত টেস্ট কতো কি তবুও আসতে পারলো না। বাড়িতে শাশুড়ী মা এর গঞ্জনায় টেঁকা দায় হলো। পাশেই ছোটো জার কোলে এক মাসের ফুটফুটে বাচ্চা। এক বছরের মাথাতেই।

বাঁজা বাঁজা শুনতে শুনতে মনটা মাঝে মাঝে বড় ক্লান্ত লাগে। বাচ্চাটা ধরতে গেলো কেউ ধরতে দেয় না বাঁজা বলে।

সত্যি কি বাঁজা শব্দটা খাটে অলোকার জন্য। ডাক্তারের কথা মতো মা হতে ওর কোনো সমস্যা নেই তবে কিসের এতো গঞ্জনা! এমনকি নিজের স্বামীও দূরে দূরে থাকে। একাকিত্বের পাহাড় বয়ে নিয়ে যেতে হয় অলকাকে ঠিক কিসের অপরাধে কে জানে।

আসলে ডাক্তারীর টেস্টগুলো অলোকার বাপের বাড়ির থেকে করা। এতো গঞ্জনা ওর বাবা-মাও ঠিক নিতে পারছিলেন না, তাই নিজেরাই ডাক্তার দেখানোর সিদ্ধান্ত নেন ওনারা। কিন্তু টেস্টের রিপোর্টগুলো অন্য কথা বলেছিলো সেদিন। অলোকার মা হতে কোনো অসুবিধা নেই। সেও চার বছর আগের কথা। অলোকা কাউকে জানতে দেয়নি রিপোর্ট।

স্ত্রীর ধর্ম তো তাই বলে। বাঁজার তকমাটা না হয় ওরই থাক।

খাওয়ার টেবিলে শাশুড়ী মা অলোকাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিলো সাত মাসের মধ্যে যদি ভালো খবর দিতে না পারো তবে আমার খোকার আবার বিয়ে দেবো বুঝলে, ওনার মুখটা দেখে মনে হলো ওনারও সায় আছে এতে। সত্যি উনি নিজেকে পুরুষ ভাবেন আর অলোকাকে বাঁজা।

পাশের বাড়ির ভাড়াটে অন্তু আর্ট কলেজের ছাত্র। অলোকার ভালোই বন্ধু, বলতে গেলে ওর এই তপ্ত বৈশাখের জীবনে একটু বসন্তের বাতাস। শিল্পী মানুষ। কতদিন অলোকাকে বলেছে দাও বৌদি তোমার একটা ছবি আঁকি।

তোমার মোমের মতো শরীর, ছোট্ট ঠোঁট , কোমড়ের খাঁজ আমাকে পাগল করে তোলে বৌদি। সত্যি এই কথাগুলোকে এতদিন পাত্তা দেয়নি। মনে হয়েছে ছেলেটা শিল্পী হলেও একটু কামুক! কোথাও অলোকার স্ত্রীধর্মে আটকে ছিল সেদিন।

কিন্তু, আজ খাওয়ার টেবিলে ওর স্বামী মিথ্যে পুরুষত্বের অহংকারে এতটাই বলীয়ান যে তার স্বামীধর্মে কথা বিন্দুমাত্র মাথায় নেই, দ্বিতীয় বিয়েতে দিব্যি রাজি!

তাহলে অলোকার কিসের স্ত্রীধর্ম! প্রতিদিন দুপুরে অন্তুর সাথে সাথে শরীর শরীর খেলা, বাড়িতে এসে খুব গা গুলোতো মনে হলে। কিন্তু বাঁজার তকমা তো সাতমাসে ঘুচাতে হবে। না হলে যে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে দেখতে হবে। প্রতি রাতে আবার একি সাথে স্বামীটাকেও মিথ্যে পুরুষের ভ্রমে রাখতে হতো শরীর শরীর খেলে।

অবশেষে ছয় মাসের মাথায় সেই ভালো খবর টা এলো , বাড়ির সবার কি আনন্দ। অন্তু পাশের বাড়ি ছেড়ে চলে গেলো অন্য কোথাও অলোকার নির্দেশে, যেতেই হতো।

বই রিভিউঃ গল্পে আইন জানা থানা থেকে বলছি

পার্থ নিয়োগী

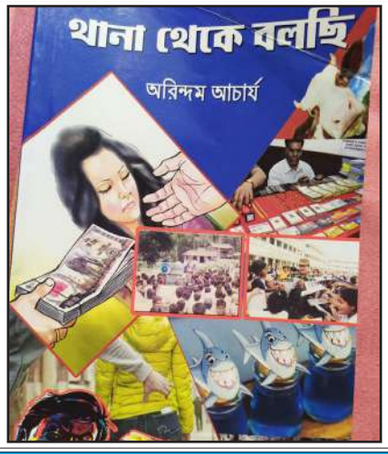

অরিন্দম আচার্য। প্রাক্তন পুলিশকর্তা। সাহসিকতা ও মানবিকতার জন্য তিনি অনেকের কাছে হয়ে উঠেছিলেন রোল মডেল। মহাশ্বেতা দেবীর স্নেহধন্য এই পুলিশ অফিসার একদিন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসারের চাকরি থেকে ইস্তাফা দিয়ে পুলিশে যোগদান করেছিলেন মানুষের পাশে থেকে কাজ করবার জন্য। আর তার সেই উদ্দেশ্য সফলও হয়েছে। এমনিতেই তিনি এখন বাংলা সাহিত্যের একজন জনপ্রিয় লেখকও বটে। বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখির পাশাপাশি তার পুলিশের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়েও লিখেছেন অনেক গল্প। সেরকমই একটি বই তার 'থানা থেকে বলছি'। আর এই বইটি লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে গল্পের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ও অপরাধগুলির বিরুদ্ধে কোন আইনে মানুষ প্রতিকার পেতে পারে সেটা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। তাকে এই ধরনের লেখায় যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছিলেন আলিপুর বার্তা পত্রিকার রুপকার প্রয়াত তরুণ ভূষণ গুহ। আর স্বাভাবিকভাবেই তাই তরুণ ভূষণ গুহ কে বইটি উৎসর্গ করেছেন অরিন্দম আচার্য্য। মোট ২০ টি তার চাকরি জীবনের গুরুত্বপূর্ন ঘটনা তিনি তুলে ধরেছেন। নারী পাচার আজ এক জলন্ত সমস্যা। নারী পাচার কিভাবে হয় সেটা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি আইনগতভাবে নারী পাচার প্রতিরোধে কি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব সেটা সাবলীল সহজ লেখায় তিনি প্রকাশ করেছেন। আধুনিক যুগ মোবাইল নির্ভর। আর আমাদের অজান্তেই এই মোবাইলের সাহায্যে হয়ে যায় কত অপরাধ। তাথেকে বাঁচার সুন্দর উপায় বাতলে দিয়ে তিনি পাঠকে সচেতন করলেন সুন্দর লেখনীর উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে। বড় বড় সাইনবোর্ডে কিংবা সংবাদপত্রের পাতায় আমাদের সব বাঁধা দুরের প্রলোভন দিয়ে কত ভন্ড জ্যোতিষ আর তান্ত্রিক এর উপস্থিতি আমরা দেখি। আর এদের দ্বারা এক বিশাল অংশের মানুষ প্রতিদিন প্রতারিত হচ্ছেন। ব্যাক্তিগত জীবনে তিনি পুলিশ আধিকারিক হিসেবে নিজে উদ্যোগ নিয়ে এই ভন্ডদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। আর আজকের দিনেও এদের বিরুদ্ধে কিভাবে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে সাধারণ প্রতারিত মানুষ তা খুব সহজ ভাষায় তিনি লিখেছেন। ডাকাতির কবলে পরলে আমাদের কি করা উচিত তার পরামর্শ সুচিন্তিত ভাবে তিনি দিয়েছেন। এছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানেরা তাদের বৃদ্ধ মা, বাবাকে না দেখলে কি করা উচিত, এটিএম কার্ডের ব্যবহার কিভাবে করা উচিত, চিকিৎসায় অবহেলা হলে হাসপাতাল বা নার্সিং হোম কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে কিভাবে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এই ধরনের পরামর্শ সাধারণ মানুষের কাছে বইটি একটি আইনি গাইডবুকের কাজ করবে। মানসিক রোগ আক্রান্ত অনেককে আমরা পাগল বলে আখ্যা দেই। এরা যখন তাদের মানসিক অসুস্থতার জন্য হিংস্র হয়ে ওঠে তখন এদের প্রতি আমরা অমানবিক হয়ে উঠি। অথচ জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য আইনের সেকশন ২৩ অনুযায়ী এসমস্ত মানসিক রোগীদের জন্য বেশ মানবিক আইন আছে। যাতে এই মানসিক রোগীরা পুলিশের সাহায্যে বিনে পয়সায় মানসিক চিকিৎসা পেতে পারে। চাকরিরত অবস্থায় মানসিক রোগীদের এই আইনের সাহায্যে অরিন্দমবাবু নিজে এরকম হিংস্র হয়ে ওঠা ৫ জন মানসিক রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং এরা সকলেই আজ সুস্থ জীবন যাপন করছে। এমনকি এদের একজন আজ সরকারি চাকরি করছে।

রাজনগর আয়োজিত কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্ত

কোচবিহার: গত ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে কোচবিহার রাজনগর সংস্থা দ্বারা আয়োজন করা হয়েছিল রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠান এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক নিরঞ্জন দত্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গিরীন্দ্র নাথ বর্মন প্রাক্তন অধ্যাপক বিষ্ণু মুখার্জি সহ অনেক প্রাক্তন ও বর্তমান সময়ের শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাবন্ধিক দেবব্রত চাকি প্রবীন রাজনৈতিক নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ সাংস্কৃতিক কর্মী তথা জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সুচিস্মিতা দে শর্মা এদিনের অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হয় এমনকি অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা আমাদের সমাজ গঠনের কারিগর তাই আজকের এই শিক্ষক দিবসের দিনে শিক্ষকদের সম্মান জানানোর জন্য আমাদের আজকের আয়োজন।

উৎসবের সেরা উপহার–নতুন ঘড়ি

বিশেষ সংবাদদাতা: উৎসবের মরশুম এসে গেল। ভারতে উৎসবের কত না উপলক্ষ – উত্তরে রক্ষাবন্ধন, দক্ষিণে ওনাম, পশ্চিমে গনেশ চতুর্থী, আর পূর্বে দুর্গাপুজো। আগামী উৎসবের দিনে প্রিয়জনের জন্য উপহার হিসেবে নতুন ঘড়ির কথা বিবেচনা করা যেতেই পারে। এখানে কিছু ঘড়ির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে-

কেনেথ কোল: মহিলাদের জন্য এটি উৎকৃষ্ট মানের ঘড়ি। ডোম ক্রিস্টাল কেসে ট্রান্সপারেন্ট ডায়ালের এই ঘড়ির দাম ১১,৯৯৫ টাকা। পুরুষদের জন্য রয়েছে গাঢ় চকোলেট রঙের অটোমেটিক ওয়াচ। দাম ১৭৯৯৫ টাকা।কোচ – বোনদের উপহারের জন্য আদর্শ কোচ গ্রেসন সেরামিক ঘড়ি। ব্ল্যাক ডায়ালের এই ঘড়ির দাম ১৯১৮২ টাকা। পেরি – কোচ ওয়াচ ফ্যামিলির আরেকটি ঘড়ি হল পেরি। এর দাম ১৫,৭৯৫ টাকা। পোলিস – আধুনিক চৌকো ডিজাইনের ফ্যাশনেবল মিডনাইট ব্লু ডায়ালের এই ঘড়িটির দাম ১১১৯৫ টাকা। অ্যানে ক্লেইন – রোজ গোল্ড ক্রিস্টাল স্টাডেড এই সেরামিক ওয়াচের দাম ১৪৯৯৫ টাকা। টমি হেলফিগার – কোয়ার্টজ মুভমেন্টের হাই-গ্রেড মিনারেল গ্লাসের এই সুন্দর ঘড়িটি কেনা যাবে ১২৪০১ টাকায়। উল্লিখিত ঘড়িগুলি পাওয়া যাবে হেলিওস, ওয়ার্ল্ড অফ টাইটান, শপার্স স্টপ, লাইফস্টাইল ও অন্যান্য অগ্রণী ওয়াচ স্পেশালিটি রিটেলারগুলিতে ও অনলাইনে।

রেলওয়ের গ্রুপ ডি পরীক্ষার জন্য উপযোগী ভিআই অ্যাপ

বিশেষ সংবাদদাতা: জাতীয় ও রাজ্য উভয় স্তরে বিভিন্ন সরকারি পরীক্ষায় প্রস্তুতি ও দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভিআইএস বা ভিআই অ্যাপ। ১৭ আগস্ট থেকে শুরু হওয়ায় অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে গ্রুপ ডি পরীক্ষার জন্য ভারতের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম প্লেয়ার, ভিআই-এর সাথে পার্টনারশিপে পরীক্ষার প্রস্তুতির সুযোগ দিচ্ছে।

এক মাসের বিনামূল্যের সাবস্ক্রিপশন 'পরীক্ষা পাস'-এর মাধ্যমে ভিআই অ্যাপ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চাকুরী প্রার্থীদের আবেদন প্রক্রিয়াকে বিশেষ সুবিধাজনক করে তোলে। উল্লেখ্য, এতে রাজ্য নির্বাচন কমিশন, ব্যাঙ্কিং, শিক্ষাদান, প্রতিরক্ষা, রেলওয়ে ইত্যাদির মতো বিভিন্ন বিভাগে ১৫০—এরও বেশি পরীক্ষার মক টেস্টগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ট্রায়াল পিরিয়ডের শেষে ব্যবহারকারীদের প্ল্যাটফর্মে বছরে ২৪৯টাকার নামমাত্র সাবস্ক্রিপশন ফি দিতে হবে। গ্রাহকরা ভিআই অ্যাপের মাধ্যমে ভিআই জবস এবং এডুকেশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যে কোন জায়গায় যে কোন সময় পরীক্ষা সামগ্রী অ্যাক্সেস করতে পারবেন।

ডালমিয়া ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তিরাঙ্গা ক্যাম্পেন

বিশেষ সংবাদদাতা: দেশের অন্যতম সিমেন্ট নির্মাতা ডালমিয়া ভারত লিমিটেড (ডিবিএল)ভারতের ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে 'ঘরঘর লেহরায়েন তিরাঙ্গা' ক্যাম্পেন শুরু করেছে। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের তত্ত্বাবধানে দেশবাসীকে উৎসাহিত করতে এই 'হর ঘর তিরাঙ্গা' ক্যাম্পেন শুরু করেছে কেন্দ্র সরকার।

গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আগে কোম্পানির প্রতিনিধিরা একটি থিম সজ্জিত ভ্যান থেকে জাতীয় পতাকা বিতরণের জন্য বেশ কয়েকটি শহরে পরিদর্শন করছে। এই উদ্যোগটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত এবং গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ডমার্কে কুইজ এবং পতাকা বিতরণ সহ পরিকল্পিত ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে জনতার আবেগের কথা মাথায় রেখে সেট করা হয়েছে।

'ঘরঘর লেহরায়েন তিরাঙ্গা' ক্যাম্পেনের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ডিবিএল- এর এক মুখপাত্র বলেন, "ডালমিয়া ভারতে আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে জাতি গঠনে প্রতিনিয়ত আমাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছি। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে আমাদের এই প্রচেষ্টা রাজ্যের এবং দেশের প্রগতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

৫০০ কোটি মূল্যের ব্যাগ অর্ডার পেল কেএসবি গ্রুপ

বিজনেস ডেস্ক: কর্ণাটকের কারওয়ারস্থিত কাইগা পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প ৫ এবং ৬-এর জন্য কেএসবি গ্রুপ এনপিসিআইএল থেকে প্রায় ৫০০ কোটি মূল্যের ব্যাগ অর্ডার করেছে। পারমাণবিক প্রয়োগের জন্য পাম্প এবং ভালভ উৎপাদনে দেশের শীর্ষ স্থানীয় কোম্পানি গুলোর মধ্যে অন্যতম হল কেএসবি গ্রুপ। যা ১৯৭০ সাল থেকে ভারতের পারমাণবিক শক্তি বিভাগের (ডিএই) সাথে যুক্ত। ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশান পাম্প প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ভারতে বিশেষ স্থান অধিকার করে কেএসবি।

উল্লেখ্য, এনপিসিএল-এর ৭০০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্টের ১২টি ইউনিট স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। আত্মনির্ভর ভারতের অংশ হিসাবে ভারত সরকার এই প্ল্যান্টগুলির জন্য প্রাথমিক কুল্যান্ট পাম্পগুলিকে স্বদেশীকরণের জন্য খুঁজছিল। বলাবাহুল্য, ২০১৮ সালে এনপিসিআইএল-এর কাছ থেকে কেএসবি হরিয়ানার গোরখপুর অনু বিদ্যুত পরিবেশনা ১ এবং ২ প্রকল্পে র জন্য সম্পূর্ণরূপে স্বদেশীকৃত ৮টি প্রাথমিক কুল্যান্ট পাম্প সরবরাহের আদেশ পেয়েছে। ২০২৩ সালে এই পাম্পগুলি ডেলিভারি দেওয়ার কথা আছে।

সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং ডিরেক্টর ফারুক ভাথেনা বলেন, "এনপিসিআইএল-এর তরফ থেকে পুনরায় কেএসবি কে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক কুল্যান্ট পাম্প সরবরাহের অর্ডার দেওয়ায় আমরা গর্বিত।

১৫ তম বার্ষিকীতে রিলায়েন্সের নতুন কালেকশন আভার

বিশেষ সংবাদদাতা: প্রতি বছরের মত এবারও নতুন কালেকশন আভারের মাধ্যমে রিলায়েন্স জুয়েলস তাদের ১৫ তম বার্ষিকী উদযাপন করছে। এই বছর রিলায়েন্সের আভার কালেকশনটি জ্যামিতিক এবং অপটিক্যাল ইলিউশন দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই আভার কালেকশন ক্যাম্পেনের ট্যাগ লাইন হল "রিস্তো কি দৌড় নয়ে কাল কি ঔর"। যা এই আভার কালেকশনের ডিজাইনের সাথে পুরোপুরি মানানসই। বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রিলায়েন্স জুয়েলস ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সোনার গহনার মেকিং চার্জ এবং ডায়মন্ড জুয়েলারি দামের উপর ২৫% পর্যন্ত ছাড় দিচ্ছে।

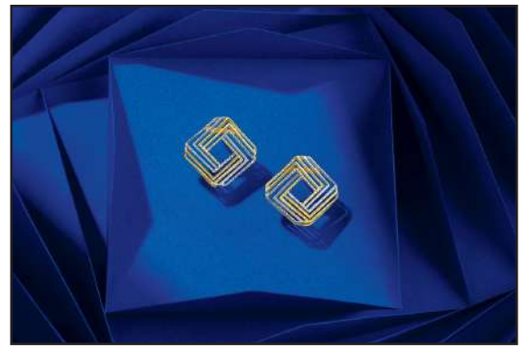

প্যান ইন্ডিয়ার সমস্ত শোরুম এবং শপ-ইন-শপগুলিতে রিলায়েন্সর এই আভার কালেকশন পাওয়া যাবে। এছাড়া গ্রাহকরা অনলাইনেও কেনাকাটা করতে পারবেন। বর্তমান প্রগতিশীল নারীদের জন্য এই আভার সংগ্রহের প্রতিটি নকশা ন্যূনতম চেহারা থেকে অসামান্য স্টাইলিশ চেহারা পর্যন্ত বৃত্তিত।

আভারের জ্যামিতিক ডিজাইন গুলি অপটিক্যাল ইল্যুশনের মাধ্যমে এমন ভাবে তুলে ধরা হয়েছে যা উৎসবের পরিধানের সঙ্গে প্রতিদিনের পোশাকেও ব্যক্তিত্বকে হাইলাইট করার ক্ষমতা রাখে। যা আভার ক্যাম্পেনে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রিলায়েন্স জুয়েলসের সিইও সুনীল নায়েক বলেন, এই বছর ১৫তম বার্ষিকী আভার কালেকশনের মাধ্যমে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিতে ফোকাস করা হয়েছে।

স্পেশাল ১৫ বাকেটের সীমিত সংস্করণ লঞ্চ করল কেএফসি

বিশেষ সংবাদদাতা: ভারতে প্রথমবারের মতো কেএফসি স্পেশাল ১৫ বাকেটের একটি সীমিত সংস্করণ চালু করেছে। ১১ থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত দেশের প্রতিটি কেএফসি রেস্তোরাঁয় এই স্পেশাল ১৫ বাকেট পাওয়া যাবে মাত্র ৬২৯ টাকায়।দেশের উদীয়মান শিল্পীদের দ্বারা বিশেষভাবে এই বাকেটটি ডিজাইন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আইকনিক কেএফসি-র এই বাকেট শিল্পীদের কাছে ক্যানভাসে পরিণত হয়েছে। কারণ তারা বাকেটে ডিজাইন করার সময় দেশের বিভিন্ন শহরের শিল্প, স্থাপত্য এবং সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিল। চিকেন প্রেমীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হট অ্যান্ড ক্রিস্পি চিকেন, চিকেন স্ট্রিপস, হট উইংস, টেন্টালাইজিং ডিপস এবং কুল পেপসি সহকারে এই বাকেটটিকে পূর্ণতা প্রদান করেছে কেএফসি।

নিকটস্থ কেএফসি রেস্টুরেন্টে বা কেএফসি অ্যাপ বা ওয়েবসাইটে অর্ডার করা যাবে কেএফসি-র এই স্পেশাল ১৫ বাকেট। কেএফসি-র অন্যান্য আইটেমের মত এই বাকেটটিও কেএফসি-র ৫এক্স নিরাপত্তা প্রদানে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। যা কেএফসি-র উচ্চতর খাদ্য নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যবিধির নিশ্চয়তা প্রদান করে।

ডুওলিঙ্গো এবার বাংলাভাষীদের জন্যও

বিশেষ সংবাদদাতা: বাংলা থেকে ইংরেজি শেখার জন্য বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় ভাষা শিক্ষার অ্যাপ 'ডুওলিঙ্গো' একটি নতুন কোর্স চালু করল।বাংলাভাষীরা এখন আইওএস, অ্যান্ড্রয়েড ও ওয়েবে বিনামূল্যে ইংরেজি শিখতে পারবেন ডুওলিঙ্গো অ্যাপের মাধ্যমে। ভারতীয়দের মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষার আগ্রহ রয়েছে। ওইসব ভাষার মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে ইংরেজি। এবার ইংরেজি শেখার জন্য বাংলা চালু করার মধ্য দিয়ে ডুওলিঙ্গো ভারত ও বাংলাদেশ-সহ বিশ্বের ৩০০ মিলিয়ন বাংলা ভাষাভাষীদের সুবিধা করে দিল।

এই অ্যাপের ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহর এবং উত্তরপূর্বাঞ্চলে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ডুওলিঙ্গো। এজন্য তিনটি জিঙ্গল চালু করা হচ্ছে, যা কম্পোজ করেছেন বিশিষ্ট বাংলা কম্পোজার সুরজিৎ চ্যাটার্জি। এতে কণ্ঠ দিয়েছেন জনপ্রিয় গায়িকা অনন্যা চক্রবর্তী। ডুওলিঙ্গো ইন্ডিয়ার কান্ট্রি মার্কেটিং ম্যানেজার করণদীপ সিং কাপানি জানান, ভারত হল ডুওলিঙ্গোর দ্রুতবর্ধনশীল মার্কেটগুলির অন্যতম। এখানে হিন্দি ও বাংলা ছাড়াও আরও বেশকিছু আঞ্চলিক ভাষায় ভাষাশিক্ষার কর্মসূচি রয়েছে ডুওলিঙ্গোর।

গুয়াহাটিতে ট্রেন্ডস ফুটওয়্যারের নতুন স্টোর

বিশেষ সংবাদদাতা: রিলায়েন্স রিটেলের বৃহত্তম ও দ্রুত বর্ধনশীল ফুটওয়্যার স্পেশালটি চেইন ট্রেন্ডস ফুটওয়্যার আসামের গুয়াহাটি জেলায় একটি নতুন স্টোর খুললো। ট্রেন্ডস ফুটওয়্যার ভারতে ফ্যাশন ফুটওয়্যারকে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে তার ভিত্তি মজবুত করে চলেছে মেট্রো শহর, মিনি-মেট্রো শহর, টিয়ার ১ ও ২ শহরগুলি-সহ ছোটো ছোটো শহরাঞ্চলগুলিতে। ২০০৭ সালে কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর থেকে ট্রেন্ডস ফুটওয়্যারের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে দেশের ৩২৫টিরও বেশি শহরে তাদের ৭০০টিরও বেশি স্টোর রয়েছে। ট্রেন্ডস ফুটওয়্যার এখন ভারতের 'ফেবারিট ফ্যামিলি ফুটওয়্যার শপিং ডেস্টিনেশন'। গুয়াহাটিতে ট্রেন্ডস ফুটওয়্যার স্টোরটি আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত। এখানে মনোরম পরিবেশে ফ্যাশনসম্মত সামগ্রী পাওয়া যাবে সাশ্রয়ী মূল্যে। ট্রেন্ডস ফুটওয়্যার হল দেশের 'লার্জেস্ট মাল্টি ব্র্যান্ড ফুটওয়্যার আউটলেট'। গ্রাহকরা এখানে ৩০টিরও বেশি ভারতীয় ও ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড এবং রিলায়েন্সের নিজস্ব ব্র্যান্ডের ২০০০০-এরও বেশি প্রোডাক্টের সম্ভার থেকে পরিবারের সকলের জন্য তাদের মনোমত সামগ্রী বেছে নিতে পারবেন সাশ্রয়ী মূল্যে। গুয়াহাটির স্টোরটি আসামে ট্রেন্ডস ফুটওয়্যারের নবম স্টোর এবং গুয়াহাটিতে তাদের তৃতীয় ও বৃহত্তম স্টোর। এখানে বিশেষ উদ্বোধনী অফারের সুবিধা রয়েছে গ্রাহকদের জন্য।

ই-কমার্স কোম্পানি মিশো ৭ লাখ বিক্রেতার মাইল ফলক অতিক্রম করেছে

বিশেষ সংবাদদাতা: ভারতের দ্রুততম বর্ধনশীল ইন্টারনেট কমার্স কোম্পানি মিশো (Meesho) ঘোষণা করেছে যে, অসম থেকে ৫হোজারেরও বেশি (৫,০০০+) ছোটব্যবসা এখন এই প্ল্যাটফর্মেনি বন্ধিত হয়েছে। প্ল্যাটফর্মটি সম্প্রতি ২০২২ অর্থবর্ষের (FY2022) চতুর্থ ত্রৈমাসিকে(Q4) ১০২ মিলিয়নেরও বেশি ডাউনলোড লগ করেছে, যা একবছরে ৫গুণের চেয়েও বেশি। জিরো কমিশন এবং জিরো পেনাল্টির মতো কোম্পানির ইন্ডাস্ট্রি-ফার্স্ট উদ্যোগের হাত ধরে মিশো (Meesho) গত বছরে অসম থেকে MSME এর প্ল্যাটফর্মে যোগদানের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে। এই অঞ্চলের সরবরাহ কারীদের পছন্দের শীর্ষবিভাগ গুলির মধ্যে রয়েছে পোশাক, ব্যক্তিগত যত্নের পণ্য (পার্সোনালকেয়ার) আর সুস্থতা, ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স এবং বাড়ির সাজসজ্জার সামগ্রি। উপভোক্তাদের কাছে, প্ল্যাটফর্মটি গত একবছরে ১০০ মিলিয়নেরও বেশি লেনদেনকারী ব্যবহারকারীর অনন্য রেকর্ড গড়েছে যার মধ্যে টায়ার২+বাজারের গ্রাহকরা এই বৃদ্ধির মূলচালিকা শক্তি হিসাবে উঠে এসেছে, যা সংস্থার সমস্ত ক্রেতার ৮০%। প্রতিষ্ঠার পর থেকে, মিশো (Meesho) সারা দেশে SMB (সার্ভারমেসেজব্লক)-কে সমর্থনও সক্ষম করার দিকে ব্যাপক ভাবে কাজ করেছে। বিশেষ করে টায়ার-২ এবং টায়ার-৩ শহরগুলিকে ইন্টারনেট পেনিট্রেশনের সুবিধাগুলিকে কাজে লাগাতে সাহায্য করে ভারত জুড়ে তাঁদের পণ্যবিক্রি করার জন্য বিনামূল্যে একটি প্ল্যাটফর্ম অফার করে এবং গ্রাহকদের সাশ্রয়ীমূল্যের এবং মানসম্পন্ন পণ্যের বিস্তৃত পরিসর প্রদান করে।

ফলস্বরূপ, এই প্ল্যাটফর্মে মোট বিক্রেতার সংখ্যা ৭লাখ ছাড়িয়েছে, রেজিস্ট্রেশন গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ গতিতে বেড়েছে। দেশের এমএসএমই (MSME) ল্যান্ডস্কে পডিজিটাইজ করার অন্যতম সহায়ক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জানুয়ারি, ২০২১ থেকে দুইবছরে মিশোর বিক্রেতাদের ব্যবসা ৮২% বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ, প্ল্যাটফর্মটি ১.২লাখ ছোট ব্যবসা লাখপতি এবং ৮হাজারের ও বেশি কোটিপতি হয়েছে। সমস্ত মিশো বিক্রেতাদের প্রায়৫০% অমৃতসর, রাজকোট এবং তিরুপুরের মতোটায়ার ২+ শহরের বাসিন্দা, যারা প্রত্যেকের জন্য ইন্টারনেট বাণিজ্যকে গণতান্ত্রিক করার কোম্পানির লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করেছে। এই বছরের দুর্গাপুজোর আগে, মিশো২৭ এবং ২৮শে অগাস্ট একটি মহা ইন্ডিয়ান সেভিংস সেল-এর আয়োজন করতে চলেছে। মিশো অন্যতম ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসক, ধারা ভাষ্যকার এবং জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে আসন্ন উৎসবের মরসুমে তার বিপণন প্রচারের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে মিশোর গ্রোথ- এর CXO মেঘা আগরওয়াল বলেছেন, "আমাদের লক্ষ্য হল সকলের জন্যই-কমার্সকে সহজলভ্য করে তোলা এবং ডিসেম্বর ২০২২ সালের মধ্যে ১৫০ মিলিয়ন লেনদেনকারী ব্যবহারকারীর অনন্য মাইলফলকের লক্ষ্য অর্জন করা।

আমাদের জিরো কমিশন এবং জিরো পেনাল্টির মতো কোম্পানির ইন্ডাস্ট্রি-ফার্স্ট উদ্যোগের হাত ধরে দেশের উদ্যোক্তাদের মনোভাবকে আরও সমর্থন করার লক্ষ্য রাখি এবং ছোটব্যবসা গুলিকে অনলাইনে বৃদ্ধি ও সফল হতে সাহায্য করি। আসন্ন উৎসবের মরসুমে লক্ষলক্ষ লোককে সর্বনিম্নমূল্যে উন্নতমান সম্পন্ন পণ্যের বিস্তৃত সম্ভার প্রদানের মাধ্যমে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহায়তা করার জন্য মিশোর প্রচেষ্টা একটি উদাহরণ হবে।"দেশের ছোট ব্যবসার ডিজিটাইজেশন করার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে গ্রাহক এবং বিক্রেতাদের জন্য একটি সমন্বিতই-কমার্স মোবাইল অ্যাপ চালু করার ক্ষেত্রে মিশো (Meesho) প্রথম ভারতীয় কোম্পানি। এই অ্যাপের মাধ্যমে, বিক্রেতারা তাদের ব্যবসা আরও ভালভাবে পরিচালনা করতে পারে। অর্ডার প্রসেসিং, পেমেন্ট ট্র্যাকিং থেকে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট— মিশোর প্ল্যাটফর্ম থেকে সবক্ষেত্রেই ব্যবসা পরিচালনা এখন অনেক সহজ। মিশো প্রত্যেকের জন্য ইন্টারনেট বাণিজ্যকে গণতান্ত্রিক করার জন্য অফলাইন থেকে অনলাইনে রূপান্তরটি সহজ এবং নির্বিঘ্নে নিশ্চিত করতে চায়।

মহিলাদের নিরাপত্তার স্বার্থে এমএআরডি-মেটা পার্টনারশীপ

বিজনেস ডেস্ক: মহিলাদের নিরাপত্তার স্বার্থে ফারহান আখতারের এমএআরডি-র সাথে পার্টনারশীপ করেছে মেটা এবং ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন কমিশন । এই লক্ষ্যে রিপোর্টিং ক্যাম্পেন শুরু করেছে মেটা। যার ট্যাগ লাইন হল 'কোন দ্বিধা করবেন না, রিপোর্ট করুন, নিরাপদ থাকুন'। এই ক্যাম্পেনের উদ্দেশ্য হল মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো। যে বিষয়বস্তুকে তারা আপত্তিকর বলে মনে করে তা শেয়ার করার পরিবর্তে রিপোর্ট করা করা অনেক বেশি কার্যকরী। ইংরেজি সহ পাঁচটি ভারতীয় ভাষা তথা হিন্দি, বাংলা, মারাঠি, কন্নড় এবং তামিল-এ এই ক্যাম্পেনটি লঞ্চ করা হয়েছে। নিরাপদ ইন্টারনেট তৈরির প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের কথা তুলে ধরে ফেসবুক ইন্ডিয়া (মেটা) এর পলিসি প্রোগ্রাম এবং আউটরিচের প্রধান মধু সিং সিরোহি বলেন, এই ক্যাম্পেনটি ইন্টারনেঠ ব্যবহারকারীদের বুঝতে সাহায্য করবে যে তারা যখন বিষয়বস্তু রিপোর্ট করে তখন তারা আমাদের অ্যাপ – ফেসবুকএবং ইনস্টাগ্রামের নিয়ন্ত্রণে থাকেন।

অ্যাক্সিস ব্যাংক উত্তরপূর্ব ভারতে চারটি নতুন শাখা চালু করেছে

বিশেষ সংবাদদাতা: দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ নাগাল্যান্ডের মন জেলায় প্রথম প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক শাখা খোলায় ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম প্রাইভেট সেক্টর ব্যাঙ্ক অ্যাক্সিস ব্যাংকের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। অ্যাক্সিস ব্যাংকের এমডি ও সিইও অমিতাভ চৌধুরি এবং গ্রুপ এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড হেড (ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং, রিটেল লায়াবিলিটিজ অ্যান্ড প্রোডাক্টস) রভি নারায়ণনের উপস্থিতিতে অর্থমন্ত্রী মন শাখা পরিদর্শন করেন। সম্প্রতি, অ্যাক্সিস ব্যাংক উত্তরপূর্বাঞ্চলে চারটি নতুন শাখা চালু করেছে। এগুলি হল নাগাল্যান্ডের মন জেলায় মন শাখা, মেঘালয়ের ইস্ট খাসি হিলস জেলায় মাদানর্টিং শাখা এবং আসামে দুইটি শাখা – শিবসাগর জেলায় ডেমৌ শাখা ও বিশ্বনাথ জেলায় গোহ্পুর শাখা। নাগাল্যান্ডে অ্যাক্সিস ব্যাংক হল ব্রাঞ্চ নেটওয়ার্কের দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংক।

আসামের ডেমৌ শাখাটি আসামের চা-বাগান কর্মীদের চাহিদা মেটাবে এবং গোহ্পুর শাখাটি স্থানীয় বাসিন্দাদের নানারকম ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করবে। এই দুইটি শাখা-সহ আসামে অ্যাক্সিস ব্যাংকের শাখার সংখ্যা হল ৯০। মেঘালয়ের মাদানর্টিং ব্রাঞ্চটি হল এই রাজ্যে অ্যাক্সিস ব্যাংকের ১২তম ব্রাঞ্চ, যা ইস্ট খাসি হিলস জেলায় প্রতিরক্ষা কর্মী ও ব্যবসায়িদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে চালু করা হয়েছে।

জেকে টায়ারের দুইটি নতুন প্রোডাক্ট

বিশেষ সংবাদদাতা: কোম্পানির রেডিয়াল টায়ার পোর্টফোলিওতে সংযোজন ঘটিয়ে ভারতের অগ্রণী টায়ার নির্মাতা ও ট্রাক বাস রেডিয়াল সেগমেন্টের মার্কেট লিডার 'জেকে টায়ার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড' দুইটি নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছে – জেটস্টিল জেডিএইচ এক্সএম (Jetsteel JDH XM) ও জেটওয়ে জেইউসি এক্সএম (Jetway JUC XM). এই প্রোডাক্ট দুটি লঞ্চের ক্ষেত্রে জেকে টায়ারের উদ্দেশ্য হল গ্রাহকরা যেন দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা পেতে পারেন।

জেটওয়ে জেইউসি এক্সএম তৈরি করা হয়েছে এমনভাবে তা যেন প্রিমিয়াম টায়ার-লাইফের নিশ্চয়তা দিতে পারে ও জ্বালানি সাশ্রয়ের সুবিধা প্রদান করতে পারে। এর মাধ্যমে ট্রাক মালিকদের রক্ষণাবেক্ষনের ব্যয় অনেকটা হ্রাস পাবে। জেটস্টিল জেডিএইচ এক্সএম 'হাই টায়ার-লাইফ' প্রদান করবে। এতে রয়েছে 'জেট-ওসিটি' টেকনোলজি, ফলে এই টায়ার হয়েছে অতিরিক্ত মজবুত।

জেকে টায়ার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এই টায়ারগুলি আনার কারণ হিসেবে জানিয়েছে, এগুলি নানারকম বাণিজ্যিক পণ্য চলাচলের ক্ষেত্রে 'রাব-অফ' নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, ফলে সুবিধা পাবেন গ্রাহকরা।

কলকাতায় এগ্রোলাইফের প্রোডাক্ট লঞ্চ কাম ডিস্ট্রিবিউটর মিট

বিজনেস ডেস্ক: দেশের শীর্ষস্থানীয় কৃষি রাসায়নিক প্রস্তুতকারক সংস্থা বেস্ট এগ্রোলাইফ লিমিটেড, সম্প্রতি তাদের রেভিউলুশনারী ক্রপ সলিউশন লঞ্চ করতে কলকাতায় একটি ডিস্ট্রিবিউটর মিটের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির এমডি বিমল আলাওয়াধি, পূর্বাঞ্চলের প্রায় ৯০ জন ডিস্ট্রিবিউটর ও ডিলারসহ আরও অনেকে। ডিস্ট্রিবিউটর মিটে অংশগ্রহণকারীদের-কোম্পানী, পণ্যের সুবিধা এবং কৃষি খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত করা হয়। উল্লেখ্য, পাঁচ রকমের রেভিউলুশনারী ক্রপ সলিউশনের মধ্যে একটি হল রনফেন, তুলা, মরিচ এবং সবজি ফসলের কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য এটির প্রথম ধরনের মালিকানা ত্রিনারি কীটনাশক সংমিশ্রণ, একটি 'একক শট' সমাধান এবং অন্যান্য লঞ্চগুলি হল অ্যাক্সমেন, ওয়ার্ডন, টম্বো এবং রিভেল। ভারতের শীর্ষস্থানীয় ১৫টি কৃষি রাসায়নিক কোম্পানির মধ্যে, বেস্ট এগ্রোলাইফ লিমিটেড হল একটি গবেষণা-ভিত্তিক সংস্থা। যা এনএবিএল স্বীকৃত ল্যাব এবং তিনটি বিশ্ব-মানের অত্যাধুনিক উৎপাদন ইউনিট দ্বারা সমর্থিত। এটিতে

৩০,০০০ এমটিপিএ ফর্মুলেশন উৎপাদন ক্ষমতা এবং ৭,০০০ এমটিপিএ সমন্বিত প্রযুক্তিগত প্ল্যান্ট রয়েছে। কোম্পানির প্রবক্তা সেদ মার বিমল আলাওয়াদ বলেন, "আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল খাদ্য নিরাপত্তার কথা বলা। বিশ্বব্যাপী ফসল সুরক্ষা বাজার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

চোট সারিয়ে দলীপ ট্রফিতে রহাণে

বিশেষ সংবাদদাতা: দীর্ঘ দিন মাঠের বাইরে থাকার পর দলীপ ট্রফিতে খেলবেণ রহাণে। পশিমাঞ্চলকে নেতৃত্ব দেবেন তিনি। দলে রাখা হয়েছে শ্রেয়স, পৃথ্বীচোট সারিয়ে মাঠে ফিরছেন অজিঙ্ক রহাণে। দলীপ ট্রফিতে পশ্চিমাঞ্চলের অধিনায়ক করা হল তাঁকে। সেই দলেই খেলবেন শ্রেয়স আয়ার, পৃথ্বী শ-রা। ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে দলীপ ট্রফি। ফাইনাল ২৫ সেপ্টেম্বর।

কুঁচকিতে চোট ছিল রহাণের। দীর্ঘ দিন মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। চোট সারিয়ে এ বার দলীপ ট্রফিতে নামতে চলেছেন রহাণে। সেই দলে রঞ্জি ফাইনাল খেলা মুম্বই দলের একাধিক ক্রিকেটার রয়েছেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলা পৃথ্বী শা, শ্রেয়স আয়ার, শার্দূল ঠাকুরের মতো ক্রিকেটাররা যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন যশস্বী জয়সবাল, শামস মুলানি, হার্দিক তেমর, তানুশ কোটিয়ানের মতো তরুণ ক্রিকেটার। পশ্চিমাঞ্চল দলে রয়েছেন জয়দেব উনাদকটের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারও। রয়েছেন রাহুল ত্রিপাঠি। গুজরাতের চিন্তন গাজা এবং হেত পটেলও রয়েছেন রহাণের দলে।

টেনিস জগতকে বিদায় জানালেন সেরেনা

স্পোর্টস ডেস্ক: অবশেষে সমাপ্তি হলো একটি যুগের, পূর্ব ঘোষণাকে সত্যি করে অবশেষে খেলার জগতকে বিদায় জানালেন সেরেনা। চলতি ইউএস ওপেনের পরেই পেশাদার টেনিস জীবন থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন সেরেনা। সেটাই হল। ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে টমলিয়ানোভিচের কাছে হেরে নিজের টেনিস থেকে বিদায় নিশ্চিত করলেন ২৩ গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালকিন। সেরেনা উইলিয়ামসকে আর দেখা যাবে না টেনিস কোর্টে। এই প্রতিযোগিতাতেই ওমেনস ডাবলসে পরাজিত হয়ে বিদায় নেন সেরেনা ও ভেনাস উইলিয়ামস জুটি। সেটিই ছিল দুই উইলিয়ামস বোনের শেষ ম্যাচ। ইউএস ওপেন শুরু আগেই সেরেনা জানিয়েছিলেন নিজের অবসরের সিদ্ধান্তের কথা। তবে তাঁর বক্তব্য ছিল, কিছু জোর করেই তিনি অবসর নিচ্ছেন। টেনিস ও পরিবারের মধ্যে কোনও একটিকে বেছে নিতে হচ্ছে তাঁকে, তাই কার্যত বাধ্য হয়ে অবসর। আন্তর্জাতিক এক পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিয়েও তিনি বলেছিলেন, তিনি খেলা ছাড়তে চান না। তবে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি থাকছেন তিনি। সেরেনার সেই কথার পরেই মূলত জল্পনা শুরু হয় যে তিনি অবসরের কথাই বলছেন। এখন ইউএস ওপেন থেকে বিদায় নিয়ে টেনিস কোর্টকেই সত্যি সত্যি আলবিদা জানালেন তিনি। ইউএস ওপেন শুরু আগেই সেরেনা জানিয়েছিলেন নিজের অবসরের সিদ্ধান্তের কথা। তবে তাঁর বক্তব্য ছিল, কিছু জোর করেই তিনি অবসর নিচ্ছেন। টেনিস ও পরিবারের মধ্যে কোনও একটিকে বেছে নিতে হচ্ছে তাঁকে, তাই কার্যত বাধ্য হয়ে অবসর। তিনি বলেছিলেন, তিনি খেলা ছাড়তে চান না। তবে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি থাকছেন তিনি। সেরেনার সেই কথার পরেই মূলত জল্পনা শুরু হয় যে তিনি অবসরের কথাই বলছেন। এখন ইউএস ওপেন থেকে বিদায় নিয়ে টেনিস কোর্টকেই সত্যি সত্যি আলবিদা জানালেন তিনি। টেনিস জীবন শেষ করার মুহূর্তে দিদি ভেনাস উইলিয়ামসকে কৃতজ্ঞতা জানান সেরেনা। বলেন, ভেনাস না থাকলে কোনও সেরেনা থাকত না। এছাড়া তাঁর সমর্থক, সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। সেরেনার কথায়, সবার কাছে এত বছর ধরে যে ভালবাসা তিনি পেয়েছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

পুনরায় শুরু হল কোচবিহার টাউন ক্লাবের সাঁতার প্রতিযোগিতা

কোচবিহার: করো না অতিমারির জন্য দীর্ঘ দুই বছর বন্ধ ছিল কোচবিহার টাউন ক্লাব আয়োজিত সাঁতার প্রতিযোগিতা। প্রত্যেক বছর স্বাধীনতা দিবসের দিন ১৫ ই আগস্ট কোচবিহার রাজমাতা দিঘি তে এই প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এই সাতার নিয়ে শহরবাসীর মধ্যে একটা উন্মাদনাও থাকে। দু বছরের অতি মারি সময় কাটিয়ে এবার থেকে আবার চালু হলো এই সাঁতার প্রতিযোগিতা। স্বাধীনতা দিবসের দিন এই সাঁতার প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টে ১৩০ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। এদিনের এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন কুচবিহার পৌরসভার সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

চাম্পিয়ান হল গাদোপোতা যুব সংঘ

কোচবিহার: মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজিত রেবা সরকার এবং বিনোদিনী রায় ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হলো গাদোপোতা যুব সংঘ। ফাইনালে তারা পাড়াডুবি কালচারাল এন্ড স্পোর্টিং ক্লাব কে টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ে খেলার ফলাফল ছিল ২-২। ফাইনালে সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হন দাদু পোতার আসাদুল মিয়া। এদিন তিনি জোড়া গোল করেন। পুরস্কার ট্রফি তুলে দেন কামাখ্যা প্রসাদ রায়, বিশ্বজিৎ রায় ও মাথাভাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান লক্ষ্মপতি প্রামানিক।

ক্রিকেট জীবনের সেরা সময় বাছলেন বিরাট কোহলী

স্পোর্টস ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিরাট কোহলীর অভিষেক হয় মহেন্দ্র সিংহ ধোনির অধিনায়কত্বে। ২০০৮ সাল থেকে ধোনির নেতৃত্বে খেলা শুরু বিরাটের। ২০১৪ সালে ধোনি অধিনায়কত্ব ছাড়েন। এই ছ'বছর ধোনির নেতৃত্বে খেলার সময়কেই মনে করতে চাইছেন বিরাট। ১৪ বছরের ক্রিকেটজীবনে সেটিকেই সেরা সময় বাছলেন তিনি।

রবিবার এশিয়া কাপে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। সেই ম্যাচের আগে নিজের ভাল সময়ের কথা নেটমাধ্যমে জানালেন বিরাট। ধোনির সঙ্গে নিজের ছবি টুইট করে বিরাট লেখেন, 'এই মানুষটির সহকারী হিসাবে কাজ করাটা সব থেকে বেশি উপভোগ করেছি। আমার কেরিয়ারের এটাই সব থেকে আনন্দের মুহূর্ত। আমার কাছে এই জুটি সব সময় স্পেশাল। ৭ (ধোনির জার্সি নম্বর) + ১৮ (বিরাটের জার্সি নম্বর)।' ধোনির পর ভারতের নেতৃত্ব আসে বিরাটের কাছে। সেই বিরাট গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেন। এর পর এক দিনের ক্রিকেটেও নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। এই বছরের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ হারার পর টেস্ট ক্রিকেট থেকে অধিনায়কত্ব ছাড়েন বিরাট।

যুক্তরাষ্ট্র ওপেন থেকে বিদায়, আর কী কোর্টে দেখা যাবে নাদালকে?

স্পোর্টস ডেস্ক: ২২ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন রাফায়েল নাদালের দৌড় থামল যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে ।রাউন্ড অফ সিক্সটিনে এই টুর্নামেন্টের চারবারের চ্যাম্পিয়ন হেরে গেছেন ঘরের ছেলে ফ্রান্সেস টিয়াফোর কাছে। ৩ ঘণ্টা ৩৪ মিনিটের লড়াইয়ের পর টিয়াফো এই ম্যাচ জিতে নেনে ৬-৪, ৪-৬, ৬-৪, ৬-৩ ব্যবধানে। যুক্তরাষ্ট্র ওপেন হেরে নাদাল তাঁর ভবিষ্যত নিয়ে বড় কথা বলে দিয়েছেন। নাদাল সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'আমাকে ফিরে গিয়ে অনেক কিছু ঠিক করতে হবে। আমি জানি না কবে টেনিসে ফিরব। আমাকে মানসিক ভাবে তৈরি হতে হবে। যখন সেটা পারব তখনই আমি আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামব।' চলতি বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও ফরাসি ওপেন জেতা নাদালকে ভুগিয়েছে চোট। ফরাসি ওপেনের আগেই তাঁর পাঁজরে চির ধরে। প্রতিদিন ব্যথা কমানোর ইঞ্জেকশন নিতে হয়েছে তাঁকে। বাঁ-পাও ভুগিয়েছে নাদালকে। তলপেটের চোটের জন্য উইম্বলডন জয়ের স্বপ্নও ধাক্কা খায়। স্প্যানিশ টেনিস কিংবদন্তি বলছেন, 'আমাকে বাড়ি ফিরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। আমার ব্যক্তিগত জীবন, পেশাদার জীবনেরও আগে। খুব কঠিন কয়েকটা মাস গিয়েছে। কিন্তু আমি বছরটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছুর সঙ্গেই শেষ করতে চাই। অবশ্যই সেটা আমার প্রথম সন্তান।

আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে লেভার কাপ। লন্ডনে তাঁকে কোর্টে দেখার কথা। অন্যদিকে তিনি ইতিমধ্যেই এটিপি ট্যুর ফাইনালসের জন্য কোয়ালিফাই করে গিয়েছেন। যা আগামী নভেম্বরে তুরিনে হবে। নাদাল তাঁর থেকে ১২ বছরের ছোট প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরেছেন। বয়স তাঁকে গ্রাস করছে বলেই জানিয়েছেন নাদাল। যদিও ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করে ফ্রান্সেস টিয়াফোকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। নাদাল লিখেছেন, 'হেরে অসাধারণ একটা স্টেডিয়াম ছাড়তে খারাপ লাগে। কিন্তু ফ্রান্সেস আজ ভাল খেলেছে। ওকে শুভেচ্ছা। নিউ ইয়র্ক শহরকে আবারও ধন্যবাদ সবের জন্য। আগামী বছর দেখা হবে।'এখন দেখার নাদাল কবে কোর্টে নামেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96